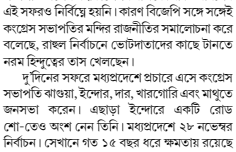

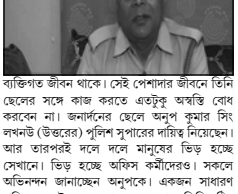

হিন্দু শাসকের আমলেই শান্তি ছিল কাশ্মীরে, দাবি যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ/শ্রীনগর, ২৯ অক্টোবর : মুখ খুললেই যেসব রাজনীতিক বিতর্ক তৈরি করেন, অবশ্যই সেই তালিকায় পড়তে পারেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা যোগী আদিত্যনাথ। লখনউতে ভারতীয় জনতা পার্টি আয়োজিত এক শিখ সমাগমে ভাষণ দিতে গিয়ে যোগী যেমন বলেছেন, জম্মু-কাশ্মীরে যতদিন হিন্দু শাসকরা ছিলেন ততদিনই সেখানে শান্তি ছিল। হিন্দু শাসনের অবসানের পরই সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়েরও পতন ঘটতে থাকে। তিনি আরও বলেছেন, কাশ্মীরে হিন্দু ও শিখরা একমাত্র হিন্দু শাসনে নিরাপদে ছিলেন। এজন্য ইতিহাস জানা প্রয়োজন বলেও দাবি করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, কাশ্মীরে মূলস্রোতের রাজনৈতিক নেতারা টয়লেটে যেতে হলেও হুরিয়ত কনফারেন্সের অনুমতি নেন বলে রবিবার মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। সিংয়ের এই মন্তব্য জম্মু-কাশ্মীরের রাজনীতিকদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। ঠিক তার একদিন পরেই যোগী কাশ্মীরে হিন্দু শাসনের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, 'আজ কাশ্মীরের পরিস্থিতি কী? সেখানকার মানুষ কি বলতে পারবেন তাঁরা নিরাপদে আছেন?' এরপর মুখ্যমন্ত্রী নিজেই উত্তর দিয়েছেন, 'আমি জানি তাঁরা নিরাপদে নেই, তবে কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে মানুষকে ওই রাজ্যের প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি জানতে হবে।'

উল্লেখ্য, একদল যুবকের পাথর ছোড়ার ফলে গত সপ্তাহে মৃত্যু হয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের জওয়ান রাজেন্দ্র নাথ সিংয়ের। এ নিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং মেহবুবা মুফতি মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরে এদিন কার্যত জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মানুষকে তীব্র আক্রমণ করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা যোগী আদিত্যনাথ। যোগী এদিন আরও বলেছেন, কাশ্মীরের পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি হচ্ছে। অথচ সেখানকার তথাকথিত মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচিত রাজনৈতিক নেতারা সে সম্পর্কে জেনেশুনেই কাজ করছেন। তাঁদের অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে টয়লেটে যেতে হলেও হুরিয়ত কনফারেন্স নেতাদের অনুমতি লাগে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং গতকাল জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিককে পাশে বসিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, এই জওয়ানরাই যদি আত্মরক্ষার জন্য যেসব যুবক পাথর ছুড়ছে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতেন, তবে কিন্তু কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতারা গেল গেল রব তুলতেন। স্থানীয় কাশ্মীরিদের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে বলে বহুদিন ধরে অভিযোগ করা হচ্ছে।

এমনকি এই অভিযোগ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভাতেও পৌঁছে গেছে। জওয়ানদের আত্মরক্ষার জন্য কোনও যুবককে গুলি করা হলে, সেই যুবকের মৃত্যুকে তারা মহান বলে দেখানোর চেষ্টা করে। অথচ মাথায় পাথর লেগে জওয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন। কার্যত জিতেন্দ্র সিংয়ের এই মন্তব্যের পর প্রবল আলোড়ন শুরু হয়েছে কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে।

সেই আলোড়নকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এদিন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও কাশ্মীরকে কিছুটা ইচ্ছে করেই টেনে আনলেন তাঁর ভাষণে। শিখ সমাগমে বলতে গিয়ে আদিত্যনাথ জানালেন, কাশ্মীরে হিন্দু শাসন যখন ছিল তখন সেখানে শান্তি বহাল ছিল কিন্তু যেদিন থেকে সেই শাসনের অবসান হয়েছে, সেদিন থেকেই সেখানে শান্তিরও অবসান ঘটেছে।

প্রসঙ্গত, উপত্যকার রাজনীতি নিয়ে নানারকম মন্তব্য শোনা যায়। বিজেপি এর আগে পিডিএফ নেত্রী মেহবুবা মুফতির সঙ্গে জোট করে সরকার গড়েছিল। কংগ্রেসের অভিযোগ, নিজেদের প্রয়োজনে সেই সরকারকে ফেলে দিয়ে তারা জম্মু-কাশ্মীরে রাজ্যপালের শাসন জারি করেছে। এখন তাঁরা সেখানে হিন্দু শাসনের কথা বলছে। অথচ গতকালই বিজেপির এক নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের আস্থার কথা ফলাও করে শুনিয়েছেন। ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদীকেই তাঁদের বিশেষ পছন্দ বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিজেপির এই দ্বিচারিতা নিয়ে এবার ব্যাপকভাবে সরব হতে চায় কংগ্রেস সহ সব বিরোধী দলগুলি। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনেও তারা এই তত্ত্বটি জোর দিয়ে তুলে ধরতে চায়। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন মিটতে না মিটতেই এসে যাবে ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচন। ওই নির্বাচনে মুসলিম ভোটদাতাদের যাদের বিজেপি কোনওভাবে তাদের পক্ষে টানতে না পারে তা নিয়ে আগাম সতর্কতা অবলম্বন করতে চায় কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি। মুসলিমরা নিছক ভোটব্যাঙ্ক নয়, তাদের যোগ্য সম্মান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বলে বিজেপি যে প্রচার শুরু করেছে তারও জবাব দিতে চায় বিরোধীরা।

রাম মন্দির নিয়ে বিজেপিকে অর্ডিন্যান্স আনার চ্যালেঞ্জ ওয়েসির

হায়দরাবাদ, ২৯ অক্টোবর : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) কে রাম মন্দির নিয়ে অর্ডিন্যান্স আনার চ্যালেঞ্জ জানানো হল। এই চ্যালেঞ্জ জানালেন অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ই-ইত্তাহুদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) প্রধান আসাউদ্দিন ওয়েসি। সোমবার অযোধ্যার রাম জন্মভূমি মামলা কোন পথে পরিচালিত হবে তা নিয়ে রায় দেওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের। পরিবর্তে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ ২০১৯-এর জানুয়ারিতে এই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়ে দেয়। এজন্য উপযুক্ত বেঞ্চ গঠনের কথাও বলা হয়। ফলে ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে অযোধ্যা মামলার রায়দানের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আর এ নিয়েই এতদিন ধরে রীতিমতো লাফঝাঁপ করে এসেছেন বিজেপি, ভিএইচপি ও আরএসএস নেতারা। এদিনই কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচনের আগেই বিজেপি অযোধ্যা ইস্যুটিকে চাঙ্গা করে তোলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ জানার পরই হায়দরাবাদের সাংসদ ওয়েসিও একহাত নিয়েছেন বিজেপি ও তার শাখা সংগঠনগুলির নেতাদের। ওয়েসি সাফ দাবি করেছেন, 'কেন রাম মন্দির নিয়ে অর্ডিন্যান্স আনছে না বিজেপি সরকার? তারা এখন বরং সেটাই করে দেখাক। কারণ কয়েকদিন পর পরই তারা এ নিয়ে অর্ডিন্যান্স আনার কথা বলে। বিজেপি, আরএসএস ও ভিএইচপি-র টম, ডিক, হ্যারিরাও অর্ডিন্যান্সের কথা বলে লম্ফঝম্ফ করে। এখন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বরং তারা সেই অর্ডিন্যান্স এনেই দেখাক।' ওয়েসি এ নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন বিজেপির দিকে। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, অর্ডিন্যান্স আনা হলেই মুসলিমিন তার বিরুদ্ধে আদালতে যাবে ও পথে নামবে। প্রসঙ্গত, ভিএইচপি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরই মন্তব্য করেছে, হিন্দুদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে।

নির্বাচনের আগেই রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ নিয়ে মানুষের মতামতকে মেরুকরণের চেষ্টা করে বিজেপি : চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর বিজেপি নড়েচড়ে বসে। রাম মন্দির-বাবরি মসজিদের অধিকার নিয়ে লড়াইয়ে দেশের জনমতকে মেরুকরণ করার চেষ্টা করে ভারতীয় জনতা পার্টি বলে অভিযোগ করেছেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। শুধু চিদম্বরম নন, রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে বিজেপিবিরোধী অকংগ্রেস নেতারা ইতিমধ্যেই বিজেপির রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ নিয়ে হইচইয়ের সমালোচনা শুরু করেছেন। চিদম্বরমের মন্তব্য সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিল মাত্র।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, এটা অতি পরিচিত একটা গল্প যে, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর ঠিক নির্বাচনের আগেই বিজেপি রাম মন্দির ইস্যুতে হইচই শুরু করবে। তাঁরা জনমতকে এই ইস্যুতে মেরুকরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। যদিও বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রত্যেকেরই উচিত, সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করা। কংগ্রেস ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের জন্যই অপেক্ষা করে আছে। প্রসঙ্গত, সোমবারই সুপ্রিম কোর্টের রাম জন্মভূমি মামলা কোন পথে পরিচালিত হবে তা ঘোষণার কথা ছিল। শীর্ষ আদালত এ নিয়ে নতুন করে বেঞ্চ গঠনের কথা বলেছে। জানুয়ারিতে এই নতুন বেঞ্চ গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে অযোধ্যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুদূরপ্রসারী হয়ে পড়ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই চিদম্বরমের মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যা মামলার শুনানি ২০১৯-এর জানুয়ারিতে ঠেলে দেওয়ার পরই মন্তব্য করেন চিদম্বরম। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ এদিন জানিয়েছেন, উপযুক্ত বেঞ্চ আগামী বছর জানুয়ারিতে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। অযোধ্যার জমি মামলা নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা দায়ের করা হয়, এদিন ছিল তারই শুনানি। বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি এস কে কল এবং বিচারপতি কে এম জোসেফের তিন সদস্যের বেঞ্চ কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন অনেকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঞ্চ ২০১৯-এর জানুয়ারিতে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করায় হতাশ হয়েছে আরএসএস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো গোঁড়া হিন্দু সংগঠনগুলি বলে মনে করা হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নির্দেশের পরই নড়েচড়ে বসে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধি মধ্যপ্রদেশের প্রচারে যাওয়ায় এ নিয়ে বিবৃতি দিলেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা চিদম্বরম। চিদম্বরম ও তাঁর পুত্র কার্তির বিরুদ্ধে গত সপ্তাহে এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলায় চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি। ফলে অস্বস্তিতে চিদম্বরম ও তাঁর পরিবার, একইসঙ্গে অস্বস্তিতে কংগ্রেসও। কংগ্রেস অবশ্য বিজেপির যাবতীয় অভিযোগকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটানোর অভিযোগ বলে দাবি করেছে। যেমন দাবি করা হয়েছে সিবিআইকে কুক্ষিগত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

পড়ুন
আর্থিক
লিপি

Defence Electronics and beyond

BHARAT ELECTRONICS LIMITED
(A Govt. of India Enterprise under the Ministry of Defence)
(CIN: L32309KA1954GOI000787)

Bharat Electronics Limited, Bharat Nagar Post, Ghaziabad - 201010, invites applications for empanelment of reputed and experienced contractors/ agencies for carrying out the works of **"Provision of Automatic Fire Detection, Alarm and Suppression System for Under Ground & Over Ground Buildings at PAN India locations"**.

For selection criteria and further details, visit website http://eprocurebel.co.in. All Corrigendum / Amendments / Changes, if any will be issued and made available on Website http://eprocurebel.co.in. No Corrigendum / Amendments / Changes will be issued in Newspapers. Hence, prospective agencies are advised to keep visiting the Website http://eprocurebel.co.in on regular basis.

Sd/-
Dt: 30.10.2018
DGM (MM-NCS)

NOTICE INVITING TENDER

No. Tend-Press-DB/CD/CN/2018-19/2047 Car Nicobar, dated 26th Oct, 2018

The Executive Engineer, Construction Division, APWD, Car Nicobar invites on behalf of the President of India, sealed item rate tenders (in form C.P.W.D-8) from approved and eligible experienced Contractors of appropriate class of APWD for the following works:-

1.	(NIT No. 49/EE/DB/ CN/18-19) Re-surfacing internal roads of Modern Sports Complex including construction of road upto Girl's Hostel from Gallery at Lapathy, Car Nicobar. E.C.P.T.: Rs.17,18,526/-, EMD: Rs.34,371/- & Time of Completion: 01 (One) Month. Unique No. 53270
2.	(NIT No. 50/EE/DB/ CN/18-19) Renovation of SP (D) Nicobar Govt. Residential Bunglow. E.C.P.T.: Rs.17,12,843/-, EMD: Rs.34,257/- & Time of Completion: 01 (One) Month. Unique No. 53271
3.	(NIT No. 51/EE/DB/ CN/18-19) Repair and Renovation of Camp office of AC (HQ) residence at Car Nicobar. E.C.P.T.: Rs.15,59,498/-, EMD: Rs.31,190/- & Time of Completion: 01 (One) Month. Unique No. 53272
4.	(NIT No. 52/EE/DB/ CN/18-19) Face lifting of Deputy Commissioner's Bungalow Car Nicobar. E.C.P.T.: Rs.50,27,457/-, EMD: Rs.1,00,549/- & Time of Completion: 02 (Two) Month. Unique No. 53273

The tender forms and other details can be obtained from the office of the Executive Engineer on payment of Rs.**500/-** & Rs.**1000/-** The last date of receipt of application to purchase tender form will be **09/11/2018** up to **04:00 PM**. Other detail/ information can be seen on website **www.andaman.gov.in**.

Executive Engineer
3517/18 **CD, APWD, Car Nicobar**

বিহারে কলেজ ছাত্রদের অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্কে বাধ্য করা হল

বেগুসরাই, ২৯ অক্টোবর : বিহারের বেগুসরাই জেলায় চার কলেজ ছাত্রের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের ঘটনা ভিডিওতে ভাইরাল হওয়ার পর টনক নড়েছে কর্তৃপক্ষের। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরা হয়েছে একাধিক জনকে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৪ অক্টোবর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেগুসরাই কলেজের কুশওয়া হস্টেল থেকে চার ছাত্রকে দুষ্কৃতীরা প্রথমে অপহরণ করে। পরে তাদের উপর নানারকম নির্যাতন চলে এবং তাদের অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্কে বাধ্য করা হয়। পোখারিয়া অঞ্চলের থানার খুব কাছেই হস্টেলটি হওয়া সত্ত্বেও কী করে এমন ঘটনা ঘটল তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ। কুশওয়া হস্টেলে যে ছাত্রদের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করা হয়েছে, তারা জানিয়েছেন, এক দুষ্কৃতীর হস্টেলের কাছেই একটি জলের প্ল্যান্ট রয়েছে। সেখানে জল কিনতে যান তারা। কিন্তু জল দেওয়ার পরিবর্তে তাদের অপহরণ করে অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্কে বাধ্য করা হয়। পরে ঘটনাটি ভিডিওতে ভাইরাল করে পুলিশকে জানাতেও নিষেধ করা হয়।

মধ্যপ্রদেশে প্রচারে এসে মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন 'শিবভক্ত' রাহুল

ইন্দোর, ২৯ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশে দফায় দফায় প্রচার শুরু করেছে বিজেপি ও কংগ্রেস। দু'দলেরই শীর্ষ নেতারা প্রায় চষে ফেলছেন নির্বাচন কেন্দ্রগুলি। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি সোমবার মধ্যপ্রদেশে প্রচারে আসেন। সেখানে রথ দেখা এবং কলা বেচা দু'টি কাজই সারেন তিনি। অর্থাৎ উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাকালেশ্বর মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন শিবভক্ত রাহুল। রাহুলের দলেরই এক নেতা গতকাল প্রধানমন্ত্রীকে খোঁচা দিয়ে বলেছেন, তিনি হলেন শিবলিঙ্গের উপর বিছের মতো। কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের এই সমালোচনায় প্রায় গর্জে উঠেছেন বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। দলের আর এক নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় থারুরের সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে শিবভক্ত রাহুল কেন থারুরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না জানতে চেয়েছেন।

বিজেপি নেতারা রাহুলের শিবভক্তি নিয়ে যতই কটাক্ষ করুন, তার তোয়াক্কা না করেই কংগ্রেস সভাপতি কিন্তু উজ্জয়িনীতে এসেই মহাকালেশ্বর মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গে মধ্যে মহাকালেশ্বরের শিবলিঙ্গ অন্যতম। বিজেপি শাসিত মালোয়া-নিমার অঞ্চলে এবার দু'দিনের সফরে এসেছেন রাহুল গান্ধি। এর আগেও রাহুল সেখানে এসেছেন কিন্তু মহাকালেশ্বর মন্দিরে কখনও যাননি। গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দেন রাহুল গান্ধি। সে নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। যদিও তারপর থেকে রাহুলের বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া অব্যাহত রয়েছে।

তবে উজ্জয়িনীর বিখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করেননি কখনও তিনি। দীর্ঘদিন পরে মহাকাল মন্দিরে এলেন রাহুল। তার আগেই এই মন্দির ঘুরে গিয়েছেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। শাহ এসেছিলেন গত ১৪ জুলাই। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের 'জন আশীর্বাদ যাত্রা'র ঠিক আগেই ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা জানাতে শাহ ওই মন্দিরে আসেন। ঠিক তার আড়াই মাসের মাথায় কংগ্রেস সভাপতি এলেন মহাকালেশ্বর মন্দিরে। যদিও রাহুলের এই সফরও নির্বিঘ্নে হয়নি। কারণ বিজেপি সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস সভাপতির মন্দির রাজনীতির সমালোচনা করে বলেছে, রাহুল নির্বাচনে ভোটদাতাদের কাছে টানতে নরম হিন্দুত্বের তাস খেলছেন।

দু'দিনের সফরে মধ্যপ্রদেশে প্রচারে এসে কংগ্রেস সভাপতি ঝাগুয়া, ইন্দোর, দার, খারগোরি এবং মাথুতে জনসভা করেন। এছাড়া ইন্দোরে একটি রোড শো-তেও অংশ নেন তিনি। মধ্যপ্রদেশে ২৮ নভেম্বর নির্বাচন। সেখানে গত ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। কংগ্রেস এবার তাদের সরাতে মরিয়া। কংগ্রেস এ নিয়ে তাদের যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, রাহুল গান্ধি উজ্জয়িনী ও ঝাগুয়াতে বৈঠক করবেন। উল্লেখ্য, গতমাস থেকেই গান্ধি মধ্যপ্রদেশে দলের হয়ে প্রচার শুরু করেছেন। ইন্দোর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে মাথুতে আম্বেদকরের জন্মস্থানে গিয়েও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি।

Vegetable Products Limited
CIN : L01122WB1953PLC021090
Regd. Office : SubolDutt Building, 13, Brabourne Road, 6th Floor, Kolkata-700001
Phone:+91 33 22315686-87 ;
Fax:+91 33 22315683
E-mail: vpl1953@yahoo.com ;
Website : www.vegetableindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given thatmeeting of the Board of Directors of the Company pursuant toRegulation 29 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 will be held on **Thursday, 08th November, 2018** at our Registered Office at SubolDutt Building, 13, Brabourne Road,6th Floor, Kolkata-700001 at 2:25P.M. inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Standalone Financial Results for the quarter & half year ended on 30th September, 2018 subject to Limited Review Report by Statutory Auditor in terms of Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') with the Stock Exchange.

Further, the details of this Notice has been uploaded on the Website of the Company at the **http://www.vegetableindia.com/investor.html** as well as on the website of the stock exchange at the link : **http://www.bseindia.com/corporates/ann.aspx?scrip=539132&dur=A&expandable=0**

By Order of the Board
For **Vegetable Products Limited**
Sd/-
Tanmoy Mondal
Managing Director

Place : Kolkata
Date : 29.10.2018

ছেলে লখনউয়ের এসপি, বাবা সাধারণ পুলিশ হলেও ছেলেকে স্যালুট জানাতে চান

লখনউ, ২৯ অক্টোবর : জনার্দন সিং, উত্তর প্রদেশ পুলিশের কনস্টেবল। ছেলে অনুপের সাফল্যে জনার্দন অত্যন্ত গর্বিত। কারণ অনুপ আইপিএস পরীক্ষায় সফল হয়ে লখনউ পুলিশ সুপারের দায়িত্ব নিয়েছেন। বাবা সাধারণ পুলিশ কর্মী হলেও ছেলের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন জেনে গর্বিত। পুলিশ সুপার হিসেবে সরকারি প্রথা মেনে ছেলেকে স্যালুট জানাতেও আপত্তি নেই তাঁর।

লখনউয়ে বিভূতি খণ্ড থানায় কর্মরত রয়েছেন জনার্দন। ছেলের সাফল্যে খুশি জনার্দন জানিয়েছেন, ছেলেবেলা থেকে অত্যন্ত কষ্ট করে মানুষ করেছেন তিনি ছেলেকে। ছেলে যে এখন লখনউয়ের পুলিশ সুপার এতে গর্বিত তিনি। ছেলের সঙ্গে কাজ করতেও কোনও আপত্তি নেই তাঁর। এমনকি সরকারি প্রথা মেনে ছেলেকে স্যালুট করতেও আপত্তি নেই তাঁর।

ছেলে আইপিএস হওয়ায় গর্বিত বাবার আরও দাবি, প্রত্যেক মানুষেরই একটি পেশাদার এবং একটি ব্যক্তিগত জীবন থাকে। সেই পেশাদার জীবনে তিনি ছেলের সঙ্গে কাজ করতে এতটুকু অস্বস্তি বোধ করবেন না। জনার্দনের ছেলে অনুপ কুমার সিং লখনউ (উত্তরের) পুলিশ সুপারের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর তারপরই দলে দলে মানুষের ভিড় হচ্ছে সেখানে। ভিড় হচ্ছে অফিস কর্মীদেরও। সকলে অভিনন্দন জানাচ্ছেন অনুপকে। একজন সাধারণ পুলিশ কনস্টেবলের সন্তান হয়ে যেভাবে তিনি কঠিন লড়াই করে পুলিশ সুপারের পদে উঠে এসেছেন তাতে গর্বিত তারাও।

দিলীপ কুমারের নিমোনিয়া গুজবের নিন্দা সায়রা বানুর

মুম্বই ২৯ অক্টোবর : বলিউডের অবিসংবাদী অভিনেতা দিলীপ কুমার এখন বাড়িতে রয়েছেন, সুস্থ রয়েছেন। অথচ দফায় দফায় তাঁর অসুস্থতার খবর রটানো হচ্ছে। সম্প্রতি এই কিংবদন্তি অভিনেতা নিমোনিয়ায় ভুগছেন বলে যে গুজব ছড়িয়েছে, তার নিন্দা করেছেন বলিউডের অভিনেত্রী ও দিলীপ কুমারের স্ত্রী সায়রা বানু। দিলীপ কুমারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলে সায়রা বানু একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে জানান, 'তিনি চমৎকার আছেন। এখন বাড়িতেই আছেন। অথচ কেউ একজন তাঁর নিমোনিয়া হয়েছে বলে গুজব ছড়িয়েছে। আদৌ তাঁর এরকম কিছু হয়নি। সামান্য একটু ঠান্ডা লেগে জ্বর হয়েছে মাত্র। চিকিৎসদের চেষ্টায় জ্বর থেকে সেরে উঠছেন তিনি, বলে দাবি করেছেন সায়রা বানু।

আসলে মাত্র কয়েকদিন আগেই নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর দিলীপ কুমারকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার আগে তাঁর বুকে সংক্রমণ হয় এবং সামান্য নিমোনিয়ার আক্রমণ হয়েছিল বলে জানিয়েছেন মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অবশ্য সেই অবস্থা থেকে সুস্থ হয়েই বাড়ি ফেরেন তিনি। গত বছরও এক সপ্তাহ তিনি ওই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সে সময় হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যান শাহরুখ খান, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মতো বলিউড ব্যক্তিত্বরা। ফের তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে গুজব রটায় ক্ষুব্ধ স্ত্রী সায়রা বানু।

মাইথন অ্যালয়েজ লিমিটেড

CIN:L27101WB1985PLC039503
রেজিঃ অফিস : আইডিয়াল সেন্টার, **পঞ্চম তল,** ৯, এজেসিবোস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
e-mail:office@maithanalloys.com, **website: www.**maithanalloys.com
Ph: 033-6450-2228 **Fax:** 033-2290-0383

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবণী অলোচনা ও অনুমোদন

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	সমাপ্ত তিন মাস		সমাপ্ত অর্ধবর্ষ	
		সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৮	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৭	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৮	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৭
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
		আইএনডি এএস	আইএনডি এএস	আইএনডি এএস	আইএনডি এএস
১.	রাজস্ব থেকে মোট আয়	৫০,৬৭০.০৮	৪৫,৮৬২.৪৭	৯৬,১৯৫.৭৫	৯০,৩২০.৬৪
২.	নিট লাভ/ক্ষতি সময়কালীন করের পরে (কর এবং অতিরিক্ত বিষয়সমূহ)	৮,৩৫৭.৯০	৮,৭২৩.৩৪	১৬,৮৭২.৯৩	১৬,৩৩৫.৭০
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন করের পরে (ব্যতিক্রমী বিষয়ের পূর্বে)	৮,৩৫৭.৯০	৮,৭২৩.৩৪	১৬,৮৭২.৯৩	১৬,৩৩৫.৭০
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী বিষয়ের পরে)	৬,৫৭৮.৪০	৬,৫২৫.৩৫	১৩,১২২.৩৯	১২,৪৪৪.১০
৫.	মোট তুলনীয় আয় সময়কালীন (তুলনীয় লাভ/ক্ষতি) সময়কালীন এবং অন্যান্য বিষয়ের পরে সময়কালীন	৬,৭৪০.২০	৬,৬০১.০৮	১৩,১২৫.৮৯	১২,৬৩৭.৮১
৬.	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	২,৯১১.১৬	২,৯১১.১৬	২,৯১১.১৬	২,৯১১.১৬
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রত্যেকটির ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)				
	১) মূল	২২.৬০	২২.৪১	৪৫.০৮	৪২.৭৫
	২) মিশ্র	২২.৬০	২২.৪১	৪৫.০৮	৪২.৭৫

দ্রষ্টব্য :

১. ফরম্যাট অনুসারে ত্রৈমাসিকের/বছরের আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের রেগুলেশন ৩৩ অফ সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ক্ষেত্রিয় দায় ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫এর সঙ্গে পঠনীয় সেবির সার্কুলার নম্বর সিআইআর/সিএফডি/এফএসি/৬২/২০১৬ তারিখ ৫ জুলাই, ২০১৬ অনুসারে দেখানো হয়েছে। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফলগুলি পাওয়া যাবে কোম্পানি ওয়েব সাইট(www.nseindia.com, www.bseindia.com ও www.cse-india.com) www.maithanalloys.com.

২. পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) কার্যকরী হবে ১ জুলাই, ২০১৭ তারিখ থেকে, সেন্ট্রাল এক্সাইজ, ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) ইত্যাদি জিএসটির ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে আইএনডিএএস ১১৫ অনুসারে রাজস্ব এবং সিডিউল ফ্রি কোম্পানি আইন ২০১৩ অনুসারে, জিএসটি রাজস্ব কার্যকরী হবে না। উক্ত পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের সঙ্গে পূর্ববর্তী বছরের অর্ধবর্ষের ফলাফলের সঙ্গে অর্থাঙ্ক তুলনীয় নয়।

৩. উপরিউক্ত অর্থাঙ্কগুলি নিরীক্ষক কমিটি দ্বারা সংক্ষিপ্তাকারে পর্যালোচিত এবং ২৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকবর্গের সভায় গৃহীত ও অনুমোদিত।

৪. পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের /অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি প্রয়োজন অনুসারে পুনঃসজ্জিত ও পুনঃমুদ্রিত করা হয়েছে।

মাইথন অ্যালোয়েজ লিমিটেড-এরপক্ষে
স্বাঃ/-
(সুবোধ আগরওয়ালা)
পূর্ণ সময়কালীন ডিরেক্টর ও সিইও

স্থান : কলকাতা
তারিখ : অক্টোবর ২৯, ২০১৮